Journal of ELT and Education
p-ISSN: 2618-1290, e-ISSN: 2663-1482, Volume 7, Issue 1, Page: 22-25
Published by, Center for Academic Research and Development (CARD)

https://doi.org/10.5281/zenodo.10868777

মাদকাসক্তি প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকাঃ পরিপ্রেক্ষিত বর্তমান বাংলাদেশ

ড. মোহাম্মাদ আবুল কালাম আজাদ*

[**উদ্ধৃতিঃ** আজাদ, মোহাম্মাদ আবুল কালাম। ২০২৪। মাদকাসক্তি প্রতিরোধে ইসলামের ভূমিকা ঃ পরিপ্রেক্ষিত বর্তমান বাংলাদেশ। *জার্ণাল অব ইএলটি এন্ড এডুকেশন*, ৭(১), ২২-২৫]

সারসংক্ষেপঃ বর্তমান সময়ে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার সারা বিশ্বকে অস্থির করে তুলেছে। এর বিরূপ প্রভাবে আজ বাংলাদেশও আক্রান্ত। এদেশের যুব সমাজের একটি বিরাট অংশ এই মাদকের নেশায় আক্রান্ত হয়ে দেশ ও জাতির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারিভাবে এদেশে এর প্রতিরোধের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও এর সুফল তেমন একটা আসছেনা। ইসলাম মদের যে কোন রকম ব্যবহারকে হারাম বা অবৈধ করেছে। শুধু হারামই করেনি, এর ব্যবহারকারীকে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থার নির্দেশ প্রদান করেছে। ইসলাম মদ বা মাদক দ্রব্য জাতীয় সকল প্রকার পণ্যের ব্যবসা, উৎপাদন, পরিবহন নিষিদ্ধ করেছে। এর সাথে যেকোন ভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে ইসলাম অভিশপ্ত হিসেবে দায়ী করেছে। অন্ধকার যুগের মাদকাসক্ত আরব সমাজকে ইসলামের আইন ও তাকওয়ার শিক্ষা মাদকাসক্তি থেকে মুক্তি দিয়ে সোনার মানুষে পরিণত করেছিল। আজ বাংলাদেশে যদি ইসলামের আইন অনুসরণ করে সকল পর্যায়ে সব ধরণের মাদক দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ করা যেত, সাথে সাথে এর খারাপ দিকগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরে মানুষকে নৈতিক শিক্ষা কিংবা তাকওয়ার শিক্ষা প্রদান করা যেত, তা হলে এদেশ মাদকের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারতো। যা এ দেশের স্থিতিশীল উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতো।

মূলশব্দঃ মাদক, খমর, হারাম, ইসলামের ভূমিকা, বাংলাদেশ

[**Abstract:** The current use of drugs has disordered the entire world. Bangladesh is also affected by its adverse effects. A large part of the youth of this country has become a threat to the country and the nation by being addicted to this drug. Officially, various initiatives have been taken to prevent it in this country, but the benefits are not coming much. Islam has made any consumption of alcohol illegal (haram). Not only haram but prescribed severe punishment for its users. Islam prohibits the trade, production and transportation of all types of goods, such as alcohol or drugs. Anyone associated with it in any way is considered accursed by Islam. Islamic laws and teachings of piety freed the drug-addicted Arab society of the Dark Ages and turned them into golden people. Today, in Bangladesh, by recalling the laws of Islam, all stages and all types of drug production and use would be enacted, and the law would be properly implemented. At the same time, its bad aspects would be pointed out to the people, and moral or religious education could be given to people. Then, this country would be free from being cursed by drug addiction, which would speed up the sustainable development of this country.]

প্রারম্ভিকা

ইসলাম মদ বা মাদকদ্রব্য হারাম বা নিষিদ্ধ করেছে। মাদকাসক্ত হয়ে মানুষ তার মানবিক গুণাবলিকে হারিয়ে ফেলে, বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী কার্যক্রমে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আরবে এক সময় মানুষ মদ্যপান করতো, বিশেষ করে শীত প্রধান অঞ্চলের মানুষ বেশি মদ পান করতো, যা তাদেরকে কিছুটা উত্তাপ রাখতো। ইসলাম মাদকের ভয়ানক পরিণতির কথা বিবেচনা করে এর সব ধরণের ব্যবহার, উৎপাদন, পরিবেশন ও ব্যবসা-বাণিজ্য কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। বাংলাদেশ একটি সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম প্রধান দেশ। এদেশের বিশাল একটি জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে যুব সমাজের বড় একটি অংশ আজ মাদকাসক্ত। যা জাতির জন্য একটি অশনি সংকেত। কারণ একটি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য তার যুব সমাজকে ধ্বংস করাই যথেষ্ট। সরকার আজ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করছে এই মাদকাসক্তি থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য। সরকারি উদ্যোগের সাথে ইসলামি অনুশাসনের সমন্বয় সাধন করতে পারলে মাদকাসক্তি ও মাদকের সকল ধরনের উৎপাদন, পরিবহন ও বাণিজ্য বন্ধ করা সম্ভব।

মাদকদ্রব্যের আরবি প্রতিশব্দ হল খমর (خمر), যার অর্থঃ সমাচ্ছন্ন করা, ঢেকে দেয়া অথবা কোন কিছুর সাথে মিশে ক্ষতির কারণ হওয়া। এসব কারণেই মদ বা শরাবকে খমর বলা হয় (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯৯৬)। মদ এমন পানীয় যা পান করলে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়। মদ বা মাদকদ্রব্য মানুষের জ্ঞানকে ঢেকে ফেলে, মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে। এজন্য এটাকে হারাম করা হয়েছে। অতএব যে বস্তু নেশা সৃষ্টি করে তাই নিষিদ্ধ। মদ সকল প্রকার পাপ কাজের উৎস (দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, ২০০৯)। যে সকল বস্তু সেবনে মাদকতা সৃষ্টি করে এবং যা বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে অথবা বোধশক্তির উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে তাকে মাদকদ্রব্য বলে (বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১৯৯৫)। যে সকল বস্তু

***Corresponding Email:** labu_du@yahoo.com
সহযোগী অধ্যাপক ও পরিচালক, সেন্টার ফর জেনারেল এডুকেশন, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

Copyright © *JEE, CARD, Hello-Teen, Dhaka, Bangladesh & Author(s)*
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

মাদকতা সৃষ্টি করে এবং সেবনে বোধশক্তি হ্রাস পায় সেগুলোই মাদকদ্রব্য (খমর) এর অন্তর্ভুক্ত। মাদকদ্রব্য মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৯৯৬)।

সবশেষে আমরা একথা বলতে পারি যে, যা গ্রহণে মানুষের স্বাভাবিক শরীরিক ও মানসিক অবস্থার উপর প্রভাব পড়ে এবং যে দ্রব্য আসক্তি সৃষ্টি করে, তাই মাদকদ্রব্য। যে ব্যক্তি মদ বা মাদকদ্রব্য অতিমাত্রায় গ্রহণ করে তার মস্তিষ্ক স্বাভাবিকভাবে কাজ করে না, তখন তাকে মাতাল বলে। ইমাম আবু হানীফার মতে, "যার কথাবার্তা বোঝার এবং নারী পুরুষের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি রহিত হয়ে যায় তাকে মাতাল বলে"। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রঃ) এবং মালিকী, শাফঈ ও হাম্বলী মাযহাবের মতে, "যে ব্যক্তি আবোল-তাবোল বকে, যার কথা জড়িয়ে যায় এবং যে ভাল মন্দের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না তাকে মাতাল বলে" (বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, ১৯৯৫)।

বাংলাদেশে মাদকের ইতিকথা ও বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের মানুষ মাদকদ্রব্যের সঙ্গে কম-বেশি পরিচিত থাকলেও এদেশে মাদকাসক্তির ব্যাপক প্রসার লক্ষ্য করা যায় স্বাধীনতা-উত্তর সময়ে। অবস্থানগত দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের প্রধান তিনটি আফিম ও আফিমজাত পণ্য উৎপাদনকারী অঞ্চলের কাছাকাছি একটি দেশ। ৬০০-১০০০ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে রচিত চর্যাপদে বাংলাদেশের প্রাচীন শুড়িখানায় গাছের ছাল-বাকল দিয়ে চোলাই মদ তৈরির তথ্য পাওয়া যায় (তালেব, ১৯৮৮)। ১৯১৭ সালে সয়মবায় সমিতির ভিত্তিতে নওগাঁ জেলায় সর্বপ্রথম গাঁজার চাষ শুরু হয়। স্বাধীনতা-পূর্বকালে বাংলাদেশে ছিল সীমিতসংখ্যক লাইসেন্সধারী আফিমসেবী। কিন্ত স্বাধীনতার পর গাঁজা ও মদের প্রচলন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায় (মোল্লা ও আলম, ২০০২)। ১৯৮৩-১৯৮৪ সালের আগে এ দেশের কেউ হেরোইন চিনতো না। অথচ ব্যাপকভাবে হেরোইন চোরাচালান বৃদ্ধি ও বাংলাদেশে তার বাজারজাতকরণের ফলে ৮৫-৮৬ সাল থেকে বাংলাদেশে নিয়মিত হেরোইনসেবীর সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং ১৯৮৭-৯১ সাল পর্যন্ত বিশেষত তরুণ ছাত্র সমাজের মধ্যে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা সৃষ্টি হয়। নিশ্চিতভাবে জানা না গেলেও ধরা হয়, ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে ইয়াবার আর্বিভাব ঘটে। ২০০৫ সাল থেকে জেলা ও থানা পর্যায়ের তরুণ-তরুণীদের হাতে ইয়াবা ট্যাবলেট চলে যায়। এর আগে ২০০০ সাল থেকে সীমান্ত পথে থাইল্যান্ড ও মিয়ানমার থেকে চোরাচালান হয়ে তা দেশে অনুপ্রবেশ করতে থাকে (মান্নান, ১৯৯৪)।

বাংলাদেশ আজ মাদকাসক্তির এক ক্রান্তিকাল পার করছে। সিগারেট থেকে শুরু করলেও ধীরে ধীরে ভয়ানক মাদকের প্রতি তারা আসক্ত হয়ে পড়ে। সরকারি হিসেবে এক দিনেই সেবন হয় ২০ লাখ ইয়াবা বড়ি। প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার থেকে স্রোতের মতো ইয়াবা ঢুকছে বাংলাদেশে। ২০১০ সালে ৮১ হাজার পিস ইয়াবা আটক হয়েছিল বাংলাদেশে; যা ২০১৬ সালে দাঁড়িয়েছে ৩ কোটি পিস। ধারণা করা হয় বাংলাদেশে বিক্রিত ইয়াবার মূল্য ২১ হাজার ৬ শত কোটি টাকা, এ হিসেব অনুযায়ী দিনে মিয়ানমার বিক্রি করছে ৬০ কোটি টাকার ইয়াবা (দৈনিক জনকণ্ঠ, ২০১৮)।

আগামী দিনের জাতির কর্ণধার তরুণ প্রজন্ম থেকে শুরু করে সব শ্রেণি পেশার মানুষকে ধ্বংস ও বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে মাদকাসক্তি। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, উচ্চবিত্ত পরিবারের মহিলাসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজনও নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। হাত বাড়ালেই গাঁজা, ফেনসিডিল, ইয়াবা, সিসা, মদ, হেরোইনসহ আরো অনেক মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়। শহর থেকে গ্রাম সর্বত্রই চলছে মাদকের ব্যাপক ছড়াছড়ি। মাদকদ্রব্য নিরোধ সংস্থা (মানস) এর তথ্যমতে, দেশে বর্তমানে মাদক সেবনের সঙ্গে ৭০ লাখ মানুষ জড়িত। এর মধ্যে নারী মাদকাসক্তের সংখ্যা ৫ লাখ ছাড়িয়েছে (আমীন, ২০১৮)। বাংলাদেশের মাদক পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, দেশে এখন ৬৫ লাখ মাদকাসক্ত। মাদকাসক্তদের মধ্যে ৮৪ ভাগ পুরুষ ও ১৬ ভাগ নারী। আরেক রিপোর্টে জানা যায়, মাদকাসক্ত শিশুদের ড্রাগ গ্রহণ ও বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত ৪৪ শতাংশ পথ শিশু, ৩৫ শতাংশ পিকেটিং, ১২ শতাংশ ছিনতাইয়ে, ১১ শতাংশ মানব পাচার কাজে সহায়তা করে। আহসানীয়া মিশনের এক জরিপে জানা যায়, তাদের কাছে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের মধ্যে ২৫ শতাংশ ফেনসিডিল, ৩৮ শতাংশ গাঁজা, ৪১ শতাংশ ইয়াবা, ৭ শতাংশ হেরোইন ও ৫ শতাংশ ইনজেকশনের মধ্যমে নেশা গ্রহণ করে। দুটো জরিপ থেকে জানা যায় দেশে আশংকাজনকভাবে মাদক ও ইয়াবাসেবীর সংখ্যা বাড়ছে (আমীন, ২০১৮)। আইজি প্রিজন সৈয়দ ইফতেখার উদ্দীন এর তথ্যমতে, দেশের ৬৮টি কারাগারে বন্দীর সংখ্যা ৭৭ হাজার ১২৪ জন, যার ৩৬.৯৭ শতাংশ বন্দী মাদকের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই হিসাবে মোট বন্দীর মধ্যে ২৮ হাজার ৫৩৫ জন মাদকাসক্ত (চৌধুরী, ২০১৮)। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্রের এক তথ্যে জানা যায় যে, সারা দেশে প্রায় ২০০ প্রভাবশালী আছে যারা মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে, আর এদের অধীনে প্রায় ১ লাখ ৬৫ হাজার মাদক বিক্রেতা আছে। বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হওয়া সত্ত্বেও পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে মাদকদ্রব্য প্রবেশ করে। ভৌগোলিকভাবে গোল্ডেন ট্রায়াঙ্গল (মিয়ানমার, লাউস ও থাইল্যান্ড), গোল্ডেন ক্রিসেন্ট (আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ইরান) ও গোল্ডেন ওয়েজ (নেপাল, ভুটান ও তিব্বত) এই তিন মাদক বলয়ের মাঝখানে বাংলাদেশের অবস্থান হওয়ায় এটি মাদক ট্রাফিকিং রুট হিসাবে পরিচিত (চৌধুরী, ২০১৮)। মাদক ব্যবসার সঙ্গে রাজনৈতিক সাইনবোর্ড ব্যবহারকারী ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সম্পর্ক থাকায় তারা যা ইচ্ছা তাই করার সুযোগ পাচ্ছে। রাজনৈতিক দলের প্রভাবশালী নেতা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মকর্তা এমনকি আরো উচ্চপর্যায়ে বিতরণ করা হয় মাদক ব্যবসার বখরা (দাসগুপ্ত, ২০১৬)। দেশে মাদকের ব্যবহার রোধ করা গেলে প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে সাশ্রয় হবে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। মাদকাসক্তির ক্ষয়ক্ষতি হিসাব করে দেখা গেছে, মাদকাসক্তি রোধ করা গেলে বদলে যেতে পারে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক চেহারা; পূর্ণজীবন পেতে পারে বিপর্যস্ত অর্থনীতি (হোসাইন, ২০১০)।

বাংলাদেশে মাদকের প্রভাব

মাদকদ্রব্যের বিষাক্ত অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে এদেশের জনসংখ্যার বিরাট একটি অংশ। বিষাক্ত মাদকদ্রব্য সেবন করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে অসংখ্য মানুষ। মাদকাসক্ত ব্যক্তি শিক্ষিত হলেও মূর্খের মতো আচরণ করে। এমনকি ভদ্র ঘরের সন্তান হলেও অভদ্র ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। কারণ মাদক গ্রহণের ফলে মানুষ তার হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। যার অনেক নিদর্শন আমাদের সামনে আছে। ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৭, সালে নারায়ণগঞ্জে মাদকাসক্ত ছোট ভাইয়ের হাতে বড় ভাই খুন হয়েছে। ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭, নেশার টাকার জন্য গাজীপুরের শ্রীপুরে এক পাষণ্ড বাবা তার সন্তানকে বিক্রি করে দিয়েছিল। গত ১০ বছরে মাদকাসক্ত ছেলের হাতে প্রায় ২০০ বাবা-মা নির্মম ভাবে প্রাণ হারিয়েছে। মাদকসেবী স্বামীর হাতে প্রাণ দিয়েছে ২৫০ জনেরও বেশি নারী (আমীন, ২০১৮)। দেশে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার রোধ করা গেলে

প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে সাশ্রয় হবে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা। মাদকাসক্তির ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে, মাদকাসক্তি রোধ করা গেলে বদলে যাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো। পুর্নজীবন পাবে বিপর্যস্ত অর্থনীতি (হোসাইন, ২০১০)।

মাদকাশক্তির পরিণতি

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সাময়িকী দ্য ল্যানসেট ১৯৯০ সাল থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে ১৯৫ টি দেশে মদের ব্যবহার, সুস্থতা ও মৃত্যুর তথ্য নিয়ে ২৩ আগস্ট, ২০১৮ এর এক গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করে। এই গবেষণায় উঠে আসে যে, অপরিণত বয়সে মৃত্যু ও প্রতিবন্ধীত্বের জন্য সপ্তম ঝুকিপূর্ণ অভ্যাস মদ্যপান। প্রতি বছর ২৮ লাখ মানুষ মারা যায় মদের কারণে। মদের কোন নিরাপদ মাত্রা নেই, (দৈনিক প্রথম আলো, ২০১৮)। গবেষকরা বলেছেন, ১৫-১৯ বছর বয়সী মানুষের প্রতি ১০ জনের মৃত্যুর মধ্যে এক জনের মৃত্যু ঘটে মাদকের কারণে। নিয়মিত মদ পান করলে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ ও টিস্যুতে বিরূপ প্রভাব ফেলে। মদে অভ্যস্ত মানুষ সহিংস হয় এবং অনেক সময় নিজের ক্ষতি করে। গবেষণায় আরো পাওয়া যায় ৫০ বছরের বেশি বয়সীদের ক্যান্সারের মৃত্যুর পেছনে প্রধান কারণ মদ্যপান। ২০১৬ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায় ২.২ শতাংশ নারী ও ৬.৬ শতাংশ পুরুষের অপরিণত বয়সে মৃত্যুর কারণ মদ্যপান (দৈনিক প্রথম আলো, ২০১৮)। বাংলাদেশের আই.সি.ডি.ডি.আর.বি সংক্রামক ব্যাধি বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলিয়া নাহিদ বলেন, "মদ সরাসরি স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। উচ্চ রক্তচাপ বাড়ায়, এটা ক্যান্সারের অন্যতম কারণ" (দৈনিক প্রথম আলো, ২০১৮)।

মাকাসক্তির লক্ষণ সমুহ

হঠাৎ নতুন বন্ধুদের সাথে চলাফেরা শুরু করা, বিভিন্ন অজুহাতে ঘনঘন টাকা চাওয়া, আগের তুলনায় দেরিতে বাড়ি ফেরা, রাতে জেগে থাকা এবং দিনে ঘুমের প্রবণতা বৃদ্ধি করা, ঘুম থেকে জেগে উঠার পর অস্বাভাবিক আচরণ করা, খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দেয়া এবং ওজন কমে যাওয়া, অতিমাত্রায় মিষ্টি খেতে আরম্ভ করা এবং ঘনঘন চা-সিগারেট পান করা, অযথা টয়লেটে দীর্ঘ সময় ব্যয় করা, ঘনঘন পাতলা পায়খানা হওয়া, প্রচুর ঘুম হওয়া যেমন, সারা রাত জেগে থাকা আর পরদিন দুপুর ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত ঘুমানো, অস্থিরতা বোধ করা, যৌন ক্রিয়ায় অনিহা এবং যৌন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া, মিথ্যা কথা বলার প্রবণতা, পরিবারের সদস্যদের সাথে মনোমালিন্য, অকারণে বিরক্ত বোধ করা। হঠাৎ মানসিকতায় পরিবর্তন দেখা দেয়া, ঘরে তামাক বা সিগারেটের টুকরো থাকা। প্লাস্টিকের বা কাঁচের বোতল, কাগজের পুরিয়া, ইনজেকশন, খালি শিশি, পোড়ানো দিয়াশ লাই এর কাঠিসহ নানাবিধ অস্বাভাবিক জিনিস বৃদ্ধি পাওয়া, লেখাপড়া, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অনিহা, কাপড়ে দুর্গন্ধ বৃদ্ধি পাওয়া, পোড়া দাগ থাকা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সবসময় ঝগড়াঝাটি লেগে থাকে, স্বাভাবিক যৌনজীবন ব্যাহত হয়। সবসময় উৎকণ্ঠা বা অহেতুক ভীতির মধ্যে থাকে (কামাল, ২০২২)।

মাদকের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধিবিধান

মাদকদ্রব্য সেবন দণ্ডনীয় অপরাধ। বিধিবদ্ধ ইসলামের আইন (১৯৯৫) গ্রন্থের ১৭২, ১৭৩, ১৭৪ এবং ১৭৫ ধারার মাদকদ্রব্যের ক্ষেত্রে ইসলামের আইনি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। ১৭২ নম্বর ধারায় বলা হয়েছেঃ (ক) মাদকদ্রব্য সেবন 'হারাম' এবং যে নেশাকর দ্রব্য অধিক পরিমাণ পান করলে মাদকতা সৃষ্টি হয় তার সামান্য পরিমাণ পান করাও হারাম; (খ) মাদকদ্রব্য গ্রহণের শাস্তি সর্বোচ্চ ৮০ বেত্রাঘাত এবং আদালত বিবেচনা করলে, শাস্তির ধরণ ও মাত্রার পরিবর্তন করতে পারে; এবং (গ) মাদকদ্রব্যের উৎপাদন, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, আমদানি-রপ্তানি, পরিবেশন ও উপঢৌকন প্রদান দণ্ডনীয় অপরাধ এবং শাস্তি আদালত নির্ধারণ করবে। ১৭৪ ধারায় বলা হয়েছেঃ নাবালক বা পাগল ব্যক্তি এবং কেউ অনন্যোপায় হয়ে অথবা বল প্রয়োগে বাধ্য হয়ে মাদক দ্রব্য গ্রহণ করলে তার উপর দণ্ড কার্যকর হবে না।

ইসলাম যেভাবে আরব থেকে মাদকের ব্যবহার দূর করল

জাহেলিয়া যুগে আরব সমাজের লোকজন ব্যাপক ভাবে মদের নেশায় মত্ত থাকতো। আরব সমাজে নেশাদ্রব্যের ব্যবহার কত যে ব্যাপক ছিল তা বোঝা যায় এই বাস্তবতা থেকে যে আরবি ভাষায় শুধুমাত্র মদ শব্দের একশ'রও বেশি প্রতিশব্দ রয়েছে (আল বাদাবী, ২০২১)। ইসলাম মূলতঃ ভয়ভীতি প্রদর্শন, আইন ও শক্তির কঠোর প্রয়োগের মাধ্যমে মদের উচ্ছেদ ঘটায়নি বরং যেভাবে মদের ব্যবহার উচ্ছেদ করেছে তা হলোঃ

ক) ইসলাম মানুষকে আল্লাহ্‌র স্বত্বা, গুণাবলি ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে তাঁর উপর ঈমান আনতে বলে। তারপর নিজেদের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রত করার আদেশ দেয়। এভাবে একবার আন্তরিক ও সচেতনভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ করলে মানুষের পক্ষে সহজ হয় তাঁর আদেশ অনুসারে জীবনকে পুনর্গঠন করা। তাদের মন তখন আল্লাহ্‌র যে কোন আদেশ ও আইন নির্দ্বিধায় পালনে প্রস্তুত থাকে।

খ) মাদকদ্রব্য নির্মূলে ইসলামের সাফল্যের আরো একটি কারণ হচ্ছে মাদকদ্রব্য উচ্ছেদে ইসলামের কর্মসূচী ছিল পর্যায়ক্রমিক। এটা ধীরে ধীরে মানুষকে মদের অভ্যেস ছাড়াতে সাহায্য ও অনুপ্রাণিত করে। কুরআনে মদের বিরুদ্ধে নাযিলকৃত প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, মদের ক্ষতিকারক প্রভাব এর উপকারী প্রভাবের চাইতে অনেক বেশি (আল-কুর'আন, ২:২১৯)। পরবর্তীতে নাযিলকৃত আয়াতে মুসলমানদেরকে মদ্যপ অবস্থায় নামাযে দাঁড়াতে নিষেধ করা হয়েছে (আল-কুর'আন, ৪:৪৩) যার ফলে নামাযী মুসলমানদের মদ্যপান শুধুমাত্র এশার নামাযের পর তাকে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত সময়ে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। কারণ আর কোন নামাযের মাঝে এত দীর্ঘ বিরতি ছিল না যার মধ্যে মদ্যপান করে তার প্রভাব মুক্ত হয়ে পরবর্তী নামাযে দাঁড়ানো যায়। অবশেষে পঞ্চম সূরার ৯০ নং আয়াতে সরাসরি মদ্যপান নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় (আল-কুর'আন, ৫:৯০)। এ আয়াত নাযিলের পর যারা মদ্যপান করছিল এবং যাদের ঘরে মদের পাত্র ছিল তারা সবাই তা নির্দ্বিধায় ছুঁড়ে ফেলে। মদ কিংবা মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ (সঃ) এর বাণীও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মদ্যপান সকল অপরাধ ও পাপ কাজের উৎস। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সঃ) বলেন, "মদ্যপান সকল অশ্লীলতা ও কবীরা গুনাহের উৎস" (আল-হিন্দি, ১৯৯৮)।

মাদক প্রতিরোধে যে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে

মাদকদ্রব্য প্রতিরোধ এককভাবে কোন সংস্থা কিংবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্ভব নয়, প্রয়োজন সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই মাদকদ্রব্যের প্রতিরোধে সরকারি, বেসরকারি ভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ও বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার ভিত্তিতে যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে তা হলোঃ

১। মাদকের উৎপাদন ও আমদানি বন্ধে সরকারি ও বেসকারিভাবে কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।
২। মাদক চোরাচালান বন্ধে কঠোর ভূমিকা পালন করতে হবে।
৩। সমাজের প্রত্যেকটি মানুষকে মাদকের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করার লক্ষ্যে আলোচনা সভা, সেমিনার, লিফলেট বিতরণ, রেডিও টেলিভিশনে সচেতনতা মূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।
৪। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি মাদকের ক্ষতিকর দিকগুলো ভালভাবে অবহিত করতে হবে।
৫। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোকে কঠোর ও স্বচ্ছ হতে হবে।
৬। পিতা-মাতা, শিক্ষক, অভিভাবক, সমাজকর্মী, ইমাম, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।
৭। ছোট বেলা থেকেই সন্তানদেরকে ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার প্রতি উৎসাহিত করতে হবে।
৮। সুস্থ ও শালীন বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে।
৯। অবৈধ সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা বন্ধ করতে হবে।

পরিশেষ

মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে ইসলামের বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে, মাদকের সহজলভ্যতা যাতে না হয়, সে ব্যাপার উদ্যোগ নিতে হবে। যে কোন মূল্যে ঠেকাতে হবে মাদকের অনুপ্রবেশ। মাদক ব্যবসায়ী, মাদক পরিবহন কিংবা মাদকের উৎপাদনের সাথে যারা জড়িত তারা সমাজে যত বড় মাপের লোকই হোক তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনতে হবে। মাদকের সিন্ডিকেট যতই শক্তিশালী হোক, তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার উন্মেষ ঘটাতে হবে। যারা ইতিমধ্যেই মাদকাসক্ত হয়েছে, তাদেরকে সুচিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করে তুলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে। মাদক নিরাময়ের কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে, সেখানে চিকিৎসার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিকতাকে সমুন্নত করতে হবে। পিতা-মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার ব্যাপকভাবে ঘটাতে হবে। পবিত্র কুর'আনের শিক্ষা সন্তানদেরকে ছোটবেলা থেকেই প্রদান করতে হবে। নবী-রাসূলের জীবনী পড়ার জন্য তাগিদ দিতে হবে। শিক্ষার সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে। তা না হলে তরুণ সমাজকে এই মরণব্যাধি থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না।

তথ্যসূত্র

আল-কুর'আন। ২:২১৯, ৪:৪৩, ৫:৯০

আল বাদাবী, ড. জামাল। (২০২১)। *ইসলামী শিক্ষা সিরিজ*। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট্। পৃঃ ১৯১, ঢাকাঃ বাংলাদেশ।

আমীন, মোঃ তোফাজ্জল বিন। (২০১৮)। মাদকে আক্রান্ত দেশ। *দৈনিক ইনকিলাব*, ২০১৮, এপ্রিল ২৬।

আল-হিন্দি, আলি ইবনে আবদুল মালিক। (১৯৯৮)। কানজুল উম্মাল ফি সুনানিল আকওয়াল ওয়াল আফআল (كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال)। দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, লেবানন, ৫ম খন্ড, পৃ: ৩৪৯ الخمر ام الفواحش الكبائر

ইসলামী বিশ্বকোষ। (১৯৯৬)। খমর অধ্যায়। *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ।

কামাল, ডা. মোহিত। (১৫ মে ২০২২)। মাদকাসক্তির লক্ষণ ও চিকিৎসা। *আলোকিত বাংলাদেশ*। https://www.alokitobangladesh.com/print-edition/stay-healthy/118799/gv%60Kvmw%C2%B3i-j%C2%B6Y-I-wPwKrmv

তালেব, আবু। (১৯৮৮)। *হেরোইন আর এক মারণাস্ত্র*। পৃঃ ১৩৬, অমরাবতী প্রকাশনী, খুলনা, বাংলাদেশ।

দাসগুপ্ত, পিনাক। (০২ জানুয়ারী ২০১৬) । দেশে মাদকাসক্ত ৭০ লাখ অধিসকাংশই ইয়াবা সেবী। *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২০১৬।

দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম। (জুন ২০০৯)। *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*। সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত (পৃঃ ৬৩২)। ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ।

দৈনিক জনকণ্ঠ। (১৯ মে ২০১৮)। সম্পাদকীয়। মতামত, মাদক বিরোধী অভিযান। https://www.dailyjanakantha.com/opinion/news/347919

বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন। (এপ্রিল ১৯৯৫)। *বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন*। সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃঃ ৩৭৫-৩৭৭।

বিশেষ প্রতিনিধি। (২০১৮)। ল্যানসেটের প্রবন্ধ, মদের নিরাপদ মাত্রা নেই বছরে ২৮ লাখ মৃত্যু, *দৈনিক প্রথম আলো*, শনিবার, ২৫ আগস্ট ২০১৮, পৃঃ ১৬।

মান্নান, বশিরা। (১৯৯৪)। *বাংলাদেশে মাদকাসক্তি নিরাময়ে পরিবার ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা একটি স্বতন্ত্র মূল্যায়ন*। মাদকদ্রব্য বিরোধী ফেডারেশন, পৃঃ ২, ঢাকাঃ বাংলাদেশ।

মোল্লা, মোঃ আব্দুল রব. ও আলম, মুহাম্মদ সাইফুল। (২০০২)। *মাদক দ্রব্য আইন ও বিধিমালা*। পৃঃ ২৪, সামছ পাবলিকেন্স, নীলক্ষেত, ঢাকা, বাংলাদেশ।

হোসাইন, মোঃ মোশাররফ। (এপ্রিল-জুন, ২০১০)। মাদকাসক্তিঃ বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে এর প্রভাব। *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, পৃঃ ১০৮।

The author declares the originality of the paper.
The journal authority is not accountable for any estimations of the author presented in the article.